আমি পদ্মজা

ইলমা বেহরোজ

জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যায় এক পবিত্র প্রেমের আখ্যান,
সেই আলোর পাশেই লুকিয়ে থাকে অমাবস্যার কালো ছায়া।
যেন শরতের শুভ্র মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঝলক।

দুটি প্রাণের সুরময় জাল–
একটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল,
অন্যটি রাহুর গ্রাসে আচ্ছন্ন।
এক নারীর চোখে স্বপ্নের স্বর্গ,
আর তার প্রিয়তমের জীবনে নরকের দ্বার।

যে ভূমিতে মৌসুমি ফুলের সৌরভ মেশে বিষাক্ত আগাছার নিশ্বাসে,
সে ভূমিতে কেমন করে টিকে থাকে পবিত্র প্রেম?
কে জিতবে এই যুদ্ধে–
প্রভাতের আলো, নাকি রাত্রির ছায়া?

একটি রহস্যময় বাঁধন,
যেখানে প্রতিজ্ঞার প্রতিটি পাপড়িতে লুকিয়ে আছে ছলনার বিষ,
প্রতিটি আলিঙ্গনে মিশে আছে মৃত্যুর স্পর্শ।

দুটো আত্মার এই নৃত্য,
একটি স্বর্গীয় সুরে বাঁধা,
অন্যটি পাতালের তালে।
মিলন-বিরহের এই ছলে,
কোনটি সত্য, কোনটি ভ্রমজালে?

প্রচ্ছদ : ফাইজা ইসলাম

আমার পাপের রাজত্বে তোমার
আগমন ছিল ভূমিকম্পের মতো!
যখন দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ
আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়।

আমি নিষ্ঠুর, তুমি মায়াবতী
আমি ধ্বংস, তুমি সৃষ্টি!
আমি পাপ, তুমি পবিত্র,
এত অমিলের কেন হলো মিলন?

সারা অঙ্গ কলঙ্কে ঝলসে যাক
তুই বন্ধু শুধু আমার থাক...!

গত চার দিনের একাংশ যন্ত্রণা
যদি তুমি অনুভব করতে, তাহলে
আমাকে না মেরে বাঁচিয়ে রাখতে।
আমার শান্তি হতো বেঁচে থাকা।

তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আমার
কখনো মিটবে না, পদ্মবতী।

তুমি চাও বা না চাও, পরপারে দেখা হলে
আবার তোমার পিছু নেব।

আমি পদ্মজা ইলমা বেহরোজ

আকাশের তারাগুলো রুপোলি কুঁচি ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে। দূর থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের করুণ আর্তনাদ, যা রাতের নীরবতাকে আরো গভীর করে তুলেছে। নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকে সুর তুলেছে ঝিঁঝি পোকার ডাক। মাঝেমধ্যে উদ্দাম বাতাসের ঝাপটায় গাছের পাতাগুলো মর্মরধ্বনি তুলছে। এমন এক রাতে, থরথর করে ক্ষীণ লণ্ঠনের আলো কাঁপছে গ্রামের শেষ প্রান্তের হাওলাদারবাড়ির একটা ঘরের ভেতরে! বিদ্যুৎহীন এই ঘরের পালঙ্কে নিথর পড়ে আছে কাঁথা জড়ানো ফরিনার দুর্বল দেহটা। তার চোখ বন্ধ, মুখে ক্লান্তির ছাপ।

লতিফা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে ধীর পায়ে ফরিনার শিয়রে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে ডাকল, 'খালাম্মা, ঘুমাইছেন?'

ফরিনা ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। দৃষ্টি ঘোলাটে। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি প্রবীণ দেখাচ্ছে তাকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে এসেছেন। তিনি কিছু বলার চেষ্টা করলেন, কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ যে লতিফা তা বুঝতে পারল না। সে ঝুঁকে বলল, 'কী কইছেন, খালাম্মা?'

ফরিনা কষ্ট করে উচ্চারণ করলেন, 'পদ্মজা কই?'

'আপনার ঘরে আইতে না দেখলাম!'

'ঘুম থেকে উইঠ্যা তো দেহি নাই আর,' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন। 'এহন কই আছে?'

লতিফা অনুমান করে বলল, 'মনে হয় ঘরে আছে। ডাইক্যা দিমু?'

'না, থাক,' ক্লান্তস্বরে জবাব দিলেন ফরিনা।

'কিছু খাইবেন?'

ফরিনা মাথা নেড়ে মানা করলেন। 'না। আরেকটা কেঁথা দে।'

লতিফা আলমারির দরজা খুলে কাঁথার বদলে তুলোর মতো নরম লেপটি বের করল। সযত্নে ফরিনার কুঁকড়ে যাওয়া দেহটি ঢেকে দিয়ে করুণ স্বরে বলল, 'শীতের দাপট বাড়ছে, খালাম্মা। শুধু কেঁথা দিয়া হইব না। আপনার কষ্ট কমব না।'

ফরিনার চোখ হারিয়ে গেল জানালার ওপারে, আকাশের তারাভরা বিশালতার দিকে। হালকা হিমেল বাতাস ঘরের কোণে কোণে সুরেলা গুঞ্জন তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো, আকাশের তারার ভিড়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাবুর শৈশবের সেই সরল, মায়াভরা মুখ। স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল সেই দিনের কথা।

বাবুর জন্মের পর আমিনা ভ্রু কুঁচকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেড়া তো সত্যি কালা হইছে! আমার কথাই ফলল তো!'

কটু মন্তব্য শুনেও ফরিনার হৃদয়ে সেদিন কোনো রাগ বা অভিমানের দাগ কাটেনি। বরং বাবুর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ছোট্ট মুখে ছড়িয়ে ছিল এক সমুদ্র মায়া। কচি পাতার মতো কোমল, শ্যামল সেই মুখ দেখে তিনি এক মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলেন জীবনের সব অতীত বেদনা। বুকভরা ভালোবাসায় তিনি ছোট্ট বাবুকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন, 'আমার বাবু!'

বাবুর নাম রাখা হলো আমির হাওলাদার। সময়ের স্রোতে দিন গড়িয়ে যেতে লাগল, আর সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগল আমির। মায়ের রেশমি চুলের বেণি গাঁথা তার প্রতিদিনের সবচেয়ে আনন্দময় কাজ হয়ে উঠেছিল। মায়ের হাতের রান্না ছাড়া পেটই ভরত না। কত যে আবদার ছিল তার! 'আম্মা, আম্মা' বলে বাড়ি মাতিয়ে রাখত সে। ছোটোবেলা থেকেই আমির ছিল দৃঢ়কায় ও তেজস্বী। চৌদ্দ বছর বয়সেই সে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে একদিন মাকে কোলে তুলে পুরো বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছিল! সেদিন ফরিনা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছেলেকে আদর করে বকেছিলেন। সেই মুহূর্তে তার উচ্চস্বরের হাসি বাড়ির চারপাশে সুখের সুর ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমির তার জীবনে যেন এক টুকরো স্বর্গ এনে দিয়েছিল। আজ, অতীতের সেই মধুর স্মৃতি মনে হতেই ফরিনার ঠোঁট দুটো বেদনায় কেঁপে উঠল। চোখে জমে উঠল অশ্রুর স্বচ্ছ বিন্দু। বার্ধক্যের এই প্রান্তে এসে স্মৃতির নিষ্ঠুর কামড় তার হৃদয়কে বিদ্ধ করছে। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছেন তিনি, কিন্তু স্মৃতির ভার যেন ক্রমেই আরো অসহনীয় হয়ে উঠছে। অতীতের সুখময় দিনগুলো এখন বেদনার নদী হয়ে বয়ে চলেছে বুকে। ফরিনার চোখের পাতা ভেদ করে গড়িয়ে পড়ল বেদনার নোনা জল।

লতিফা ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'খালাম্মা, ও খালাম্মা?'

কম্পমান ঠোঁটজোড়া দাঁত দিয়ে চেপে ধরলেন ফরিনা, যাতে হৃদয়ের বেদনা মুখ থেকে উপচে না পড়ে। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুই যা লুতু...যা।'

লতিফা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর করুণার সুরে বলল, 'পদ্মরে কিচ্ছু কইয়েন না, খালাম্মা। ছেড়িডার মা-বাপ নাই, আমির ভাইজানেই সব। হুনলে কষ্টে মইরা যাইব।'

ফরিনা লতিফার চোখে চোখ রাখলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই সব জানতি?'

লতিফা অপরাধীর মতো মাথা নত করে স্বীকারোক্তি দিল, 'হ।'

ফরিনা ক্ষত-বিক্ষত সিংহীর মতো গর্জে উঠলেন, 'আমারে আগে কইলি না কেন তুই? আমার বাবু ক্যামনে আমার হাত থাইকা ছুইট্যা গেল? বাপের রক্ত ক্যামনে পাইল?'

তীব্র আবেগের ঝড়ে কেঁপে উঠল তার শরীর, কাশির প্রচণ্ড দমকে বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। বিচলিত হয়ে উঠল লতিফা, কোমল স্পর্শে ফরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মিনতি করে বলল, 'খালাম্মা, দোহাই লাগে! আপনি চিল্লাইয়েন না। আপনের ক্ষতি হইব।'

ফরিনা শ্বাসকষ্টে হাঁসফাঁস করতে করতে, যেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছেন, এমনভাবে বললেন, 'আমার ক্ষতি হওনের আর কী আছে রে, লুতু!'

লতিফার হৃদয় কেঁপে উঠল ভয়ে। সে প্রাণপণে দোতলায় ছুটে গেল পদ্মজাকে ডাকতে।

ছাদের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে রইলেন ফরিনা, তার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে শূন্য একটা গর্ত, যেখানটা একসময় ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল। মজিদ হাওলাদার নামক নৃশংস দানবটা শুধু তার নিষ্পাপ বাবুর জীবন নয়...তার আত্মাকেও হত্যা করেছে!

পরিবর্তে জন্ম দিয়েছে এক হিংস্র আমিরকে।

হাওলাদার বংশের বিষাক্ত রক্ত থেকে তিনি তার অবোধ শিশুটাকে রক্ষা করতে পারেননি। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত পাপের পাহাড়কে আমির মাত্র কয়েক বছরে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। নিভে গেছে একজন নিঃস্ব মায়ের শেষ আশার আলো। হারিয়ে গেছে নিখাদ ভালোবাসা, রয়ে গেছে শুধু নিষ্ঠুর অভিনয়। যে এই ছদ্মবেশ উন্মোচন করবে, তার পরিণতি হবে হয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ...

...আর নয়তো কবরের নীরব কোল।

ছুরির মতো ক্ষুরধার হয়ে পদ্মজার হৃৎপিণ্ডকে তীব্র রোষের সঙ্গে ফালাফালা করে দিচ্ছে দৃশ্যটা, বিষদগ্ধ অগ্নিবাণে ছাই হয়ে যাচ্ছে দেহ-মন-আত্মা! ঝাপসা,

ফাটা দৃষ্টি নিয়ে সামনে চেয়ে রইল সে অপলক। এ কী সত্য? এই দৃশ্যের স্বাক্ষী হওয়ার আগে সে মাটির সঙ্গে মিশে গেল না কেন?

তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষটি, যাকে সে তার জীবনের স্বপ্ন ভেবেছিল, যার ভালোবাসায় নিজেকে সমর্পণ করেছিল—সেই আমির হাওলাদারের ভয়ংকর, অপরিচিত রূপ এখন তার সামনে!